পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

" সংসারের সমস্ত ব্যাপারই এই মহাভারতের অন্তর্গত, ইহাতে যাহা নাই,
তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। " ঋষিবাক্য।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের ত্রয়োদশ খণ্ডে স্ত্রীপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। এই পর্ব্ব জলপ্রদানিক, স্ত্রীবিলাপ ও শ্রাদ্ধপর্ব্বাধ্যায়ে বিভক্ত। মহর্ষি বেদব্যাস এই পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণা, কৌরবকামিনীগণের সমরাঙ্গন দর্শন ও বিলাপ এবং সমরনিহত যোধগণের দাহ ও অন্যান্য প্রেতকৃত্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্বে অন্ধরাজ লৌহময় ভীমভঙ্গ, পতিপরায়ণা গান্ধারী পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাসুদেবকে "তুমি যদুবংশধ্বংসের কারণ হইবে" বলিয়া শাপ প্রদান এবং যশস্বিনী কুন্তী পাণ্ডবগণকে কর্ণের উদ্দেশে জলপ্রদান করাতে অনুরোধ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই করুণরস পরিপূর্ণ স্ত্রীপর্ব্ব রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় করুণরসে আর্দ্র ও নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গলিত হইবে, সন্দেহ নাই।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৫ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় স্ত্রীপর্ব্বের সূচি পত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
জলপ্রাদানিক পর্ব্বারম্ভ--ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনোদনার্থ উপদেশ প্রদান	১	১	১
ধৃতরাষ্ট্রের সমরাঙ্গন দর্শনার্থ গমন	১২	১	১
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার ধৃতরাষ্ট্রাদির সমীপে গমন	১২	২	২৩
ধৃতরাষ্ট্রের লৌহময় ভীমভঙ্গ	১৩	২	২০
ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ সম্বরণ	১৪	২	৩৫
ব্যাস কর্ত্তৃক গান্ধারীর আশ্বাস প্রদান	১৫	২	২১
কুন্তীর পুত্রদর্শন	১৬	২	৬
স্ত্রীবিলাপপর্ব্বারম্ভ—গান্ধারীর যুদ্ধভূমি দর্শন	১৮	২	২১
গান্ধারীর দুর্য্যোধন দর্শন	২০	২	২১
গান্ধারী বাক্য	২১	২	৩১
কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিসম্পাত	২৮	২	১১
শ্রাদ্ধপর্ব্বারম্ভ—কৌরবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান	৩০	২	১
কুন্তী কর্ত্তৃক কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত কথন	৩২	১	১০

স্ত্রীপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও উভয় পক্ষের সমুদায় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম। অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্ধরাজের শত পুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মূকের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুল চিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। বসুমতী জনশূন্য হইয়াছেন। যে সকল ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্দ্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্গণ নিহত হইয়াছে। অতঃপর চিরকালই আমারে দীন হীনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গমের ন্যায় আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হন, তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ করিতে

হইল। হায়! বৃষভতুল্য মহাবীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্যতুল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমারে এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমারে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন। দৈব প্রতিকূল হওয়াতেই আমারে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদায় বন্ধু বান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব আজিই পাণ্ডবগণ আমারে ব্রহ্মলোক গমনের সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত শোকার্দ্দিত দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃদ্ধগণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকার্ত্ত হইলে মুনিগণ তাঁহারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলালসায় সুহৃদ্‌গণের বাক্য গ্রহণ করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিস্বরূপ হইয়া আপনারেই ছেদন করিতেছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ করিত। সেই নিমিত্তই সে রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী। ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক মোহের বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই নিমিত্তই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয় পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে মহারাজ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়ঃকল্প। আপনি পুত্রের প্রীতি সাধনার্থ তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আপনারে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল। যে আপনার পতন বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগ পূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ত্ত হয়, তাহারে কখনই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতা পুত্রে লোভরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ বায়ু দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি অশ্রুজল দ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ! পণ্ডিতেরা কহেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অনল স্বরূপ হইয়া

মৃত ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে জনমেজয়! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিদুর অমৃততুল্য বাক্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় স্তুপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত। কৃতান্ত বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। ফলত কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! প্রাণিগণের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না; তখন আপনি কি নিমিত্ত এই রূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন। কৃতান্ত সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। তৃণাগ্র সমুদায় যেমন বায়ুবেগের বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। হে মহারাজ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। অতএব মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে যদি শাস্ত্রযুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোক প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল বীর স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ; বিশেষত তাঁহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি। আর দেখুন, জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শন লাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। হে মহারাজ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক; সুতরাং যুদ্ধপ্রবৃত্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা সমরে নিহত হন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য লাভ করেন। দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই। বীরগণ সমরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমস্ত মহাবীর বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ লাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত মহাবল

পরাক্রান্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আপনি শোকবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহারও নহে। এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে; তৎসমুদায় প্রতিনিয়ত মূর্খকেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! কাহারও উপর কালের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই কাল প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হইলেও একমাত্র কাল নিরন্তর জাগরিত থাকে। উহারে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে; বিবেচক লোকেরা এই ভাবিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন ক্রমেই লিপ্ত হন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচন দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত হয় না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখ নাশের প্রকৃত ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রত্যুত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগ এই দুই কারণ বশত মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়। হে মহারাজ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীলন, অর্থ চিন্তা বা সুখভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গ নাশই হইয়া থাকে। মূর্খেরা বিশেষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধ প্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কাহারই দুঃখ দূরীকরণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহু পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাত্মন্! তোমার পরম উপাদেয় বাক্য শ্রবণে আমার শোক নিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কি রূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখদুঃখবর্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান্, মূর্খ, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলে একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবৃত অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে? লোকে আপনার বুদ্ধির দোষেই পরস্পর লিপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও সুখ দুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশই হউক ও স্ববশই হউক, সততই কর্ম্মভার বহন করে। যেমন মৃণ্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতগুলি কুলালচক্রে আরূঢ়, কতগুলি কিঞ্চিৎ আকার সম্পন্ন, কতগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতগুলি ছিন্ন, কতগুলি অবরোপ্যমান, কতগুলি অবতীর্ণ, কতগুলি শুষ্ক, কতগুলি অনলদগ্ধ, কতগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ গর্ভবাস কালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে, কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ভূতগণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্ম গ্রহণ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যখন সংসারের এই রূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? প্রাণিগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বার নিমগ্ন ও এক বার উন্মগ্ন হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে সকল বিজ্ঞলোক ইহলোকে প্রাণিগণের হিত চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরম গতি লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বাক্যবিশারদ! অতি দুর্জ্ঞেয় সংসারের গতি কি রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থ রূপে উহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জীব সর্ব্ব প্রথমে গর্ভ মধ্যে গাঢ় রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া মাংস শোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ু প্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এই রূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয় পাশে বদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহারে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। গ্রহ সমুদায় আমিষলোলুপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়। ব্যাধি সকল কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহারে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ

ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহারে সৎ কর্ম্ম আর কাহারেই বা অসৎ কর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোক গমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত তাহারে যথাকালে আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সংসারের কি চমৎকার গতি! লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনারে উপেক্ষা করে। ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একবারে আত্মজ্ঞান রহিত হয় এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রভাবে কুলহীনদিগকে ও ধনদর্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্দ্ধন এবং মর্য্যাদাপন্ন ও মর্য্যাদাহীন সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে, তাহার অন্তে পরম গতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যে বুদ্ধি প্রভাবে ধর্ম্মগহনে প্রবেশ করা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মারে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত। উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কাহার শরণাপন্ন হইব এই ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই সেই বনচরদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও শৈলের ন্যায় সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ। এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয় দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ কাননে সুদৃঢ় তৃণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্তসংলগ্ন পনসফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে, ঐ স্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা ষড়্বক্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদ-

মত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সমীপে আগমন করিতেছে। ঐ বৃক্ষের প্রশাখায় নানারূপধারী ভয়ঙ্কর মধুকরগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণিগণের প্রার্থনীয় ব্রহ্মারও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতগুলি কৃষ্ণসর্প ও শ্বেতবর্ণ মূষিক দশন দ্বারা ঐ পাদপ ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কট সময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমত হিংস্রজন্তুগণ, দ্বিতীয়ত সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়ত কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থত কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গ, পঞ্চমত মূষিকদশনছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠত মধুলুব্ধ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কীর্ত্তন কর। তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছ।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে সুকৃত লাভে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনারে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার। উহাতে যে সকল হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানবগণের দেহ স্বরূপ। ঐ কূপের অধোভাগে যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যগণের সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, প্রাণীদিগের অন্তক কাল। ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যদিগের জীবিতাশা। যে ষড়ানন কুঞ্জর ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষ সমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ চরণ দ্বাদশ মাস। যে সকল মূষিক ও পন্নগ ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি। আর যে সকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কাম। আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা কামরস। মানবগণ ঐ রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে। হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এই রূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হন না।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে। তোমার বাক্যামৃত পান করিতে পুনর্ব্বার কৌতূহল হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পণ্ডিতেরা যাহা শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হন,

আমি পুনর্ব্বার সেই বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। লোকে যেমন অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নির্ব্বোধ লোকেরা এই সংসার পর্য্যটন ক্রমে বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা হইতে মুক্ত হন, এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ লোকেরা এই সংসার গহনকে পথ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই এই পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; কেবল পণ্ডিতগণ উহাতে বিরত হইয়া আছেন। ঐ পথে হিংস্রজন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ ব্যাধি সতত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। যদি কেহ কোন ক্রমে ব্যাধির হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহারে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার রূপ বিনাশ করিতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে, ঐ রূপ দুরবস্থাতেও কোন ক্রমে জীবিতবাসনা পরিত্যাগ করে না; সততই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বিলিপ্ত থাকে। সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের রূপ ও পরমায়ু ক্ষয় করিতে থাকে; কিন্তু ঐ নির্ব্বোধেরা উহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের শরীরকে যমের রথ, জীবনকে ঐ রথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে উহার অশ্ব ও কর্ম্ম বুদ্ধিরে ঐ অশ্বদিগের রশ্মি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহ দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদের অনুধাবন করে, তাহারে এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। আর যাহারা ঐ অশ্বগণের সহিত ভ্রমণ করিয়াও মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! মানবগণকে এই রূপে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে উপেক্ষা করা কোন রূপেই বিধেয় নহে। উপেক্ষা করিলে উহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহলোকে যিনি ক্রোধলোভে বিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যবাদী, তিনিই শান্তি লাভে সমর্থ হন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও মুগ্ধ, সেই আপনার মত রাজ্য, সুহৃৎ ও পুত্র বিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুতাপ ও দুঃখ ভোগ করে। সংযতচিত্ত সাধুব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ মহৌষধি প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধি নিরাকৃত করিয়া থাকেন। চিত্তস্থৈর্য্য দুঃখ বিমোচনের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায়, বিক্রম, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব সেরূপ নহে। অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ সংবরণ করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটী ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমনভয় পরিহার পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন। আর যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অভয়দানে যে রূপ ফল লাভ হয়, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ও নিত্য উপবাসেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। প্রাণিগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু অভিলাষ করে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসূক্ষ্মদর্শী ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণ মোহজালে জড়িত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে থাকে। আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পুত্রশোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণানন্তর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বহু ক্ষণ সুশীতল জলসেক, তালবৃন্ত বীজন ও গাত্রসংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্ন সহকারে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। এই রূপে অন্ধরাজ বহু ক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বিলপ করত ব্যাসদেবকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! মানবদেহ ধারণে ধিক্। মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব বিনাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষাগ্নি সদৃশ বিবিধ দু-খ উপস্থিত হইয়া শরীর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখাগ্নিতে দেহ দগ্ধ হইলে লোকে অচিরাৎ মৃত্যু প্রার্থনা করে। এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতই আমার এই রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে ; অতঃপর প্রণাপরিত্যাগ ব্যতীত এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না ; অতএব আমি আজিই কলেবর পরিত্যাগ করিব। মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা কহিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত ও চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! আমি তোমারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্ম্মিক। কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই। মর্ত্ত্যদিগের অনিত্যতা বিষয় বিশেষ অবগত আছ। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্ম পরিগ্রহকারী ব্যক্তিমাত্রেরই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ ? দৈব তোমার সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদের এই বিরোধ উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত্ত ও অখণ্ডনীয় ; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পরলোকগত বীরগণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ ? মহামতি বিদুর সন্ধি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে চির কাল যত্ন করিলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না।

হে বৎস ! দেবগণ তোমাদের কুলক্ষয়ের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে। পূর্ব্বে আমি একদা পুরন্দরের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমস্ত দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। ঐ সময় বসুমতীও স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকেতনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন সর্ব্বলোক পূজনীয় বিষ্ণু বসুমতীর সেই কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে ! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তোমার কার্য্য সাধন করিবে। সে ভূপতি হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। ঐ দুরাত্মার কার্য্য সাধনার্থ অন্যান্য ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের বধ সম্পাদন করিলেই তোমার ভারলাঘব.

হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে স্বস্থানে গমন করিয়া লোকদিগকে ধারণ কর।

হে মহারাজ! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন লোক সংহারের নিমিত্ত কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চপলস্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্ব্বিনীত ছিল। দৈব প্রভাবে তাহার ভ্রাতৃগণও তৎসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় অন্যান্য অনেক ভূপতিও লোক বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হন, প্রজারাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম হইয়া উঠে। স্বামীর গুণ দোষ প্রভাবে ভৃত্যের গুণ দোষ সমুৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। দুষ্ট রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য তনয়গণ নিহত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্রেরা নিতান্ত দুরাচার ছিল; তাহাদের দোষেই সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের অণুমাত্র অপরাধ নাই। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের কুলক্ষয় করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ঐ সময় পাণ্ডবগণ নারদের সেই বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে বৎস! এক্ষণে তোমার নিকট এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। আমি পূর্ব্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞসময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহ ঘটনা না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারই কৃতান্তের নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিবিশারদ এবং প্রাণিগণের সদ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ; তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমারে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণ পরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর। তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাঁহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন ধারণ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর প্রজ্ঞারূপ জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্ব্বাপিত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে, আমার পুত্রগণ দৈবপ্রভাবেই নিহত হইয়াছে। অতএব আর আমি প্রাণ ত্যাগের বাসনা বা শোক প্রকাশ করিব না। মহারাজ!

তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয়, দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নানা দেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরতা উচ্ছিন্ন করিবার মানসে সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই রূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর তাঁহারে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বে অভাব, তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিরে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন। দেখুন, লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদায় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ইহ লোকস্থ সমুদায় জীবগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর আপনি যে সমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক করিতেছেন, বস্তুত তাঁহারা শোচ্য নহেন। তাঁহারা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেরূপ সহজে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যান্য লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা প্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদায় বীরই বেদবেত্তা ও ব্রত পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রামবিমুখ হন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে শরাহুতি প্রদান ও অনায়াসে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গলাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সম্বরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাগণকে অবিলম্বে আনয়ন কর। অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর শোকসন্তপ্ত চিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবগণের প্রতিগৃহে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল। পূর্ব্বে দেবগণও যে রমণীগণের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্রপথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলোলিতকেশা একবস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক হরিণীগণ যেমন যূথপতির বিনাশে দুঃখার্ত্ত হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয় তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিত চিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীর ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইয়া পিতা পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন তাঁহারা যুগান্তকালীন লোক সংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে কামিনীগণ সখীজনের নিকটেও লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে শ্বশ্রূদিগের সমীপেই লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিত মনে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণিক ও বেশ্যারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলাগণের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকালে প্রাণিগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশমাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় জ্ঞানচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য সমুদায় সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজ্ঞি!

তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীক চিত্তে বীর জনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্য লোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সমরে পরাঙ্মুখ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও আমি আমরা তিন জন, দুরাত্মা ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা এই রূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরিশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈর নির্য্যাতনার্থ সমাগত হইবে, বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর আর এ স্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করুন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন চিত্তে তিন জনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমনে প্রবৃত্ত হইলেই মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে অশ্বত্থামারে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরাজিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদীও দুঃখশোকাকুলিত চিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোকপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কামিনীগণ কুররীর ন্যায় দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, হা ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় গেল! তুমি কিরূপে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনাশ করিলে! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হই-

তেছে না! এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণ বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এই রূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন মনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহার শোকানল ক্রোধসমীরণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমসেনরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব ইহার পূর্ব্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাব দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্ত দ্বারা অবরোধ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজ দ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীম বোধে বল প্রকাশ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া গেল এবং আস্যদেশ হইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোণিতসিক্ত কলেবরে পুষ্পিত পারিজাতের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহারে অবলম্বন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে হা ভীম! হা ভীম! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব অন্ধরাজকে ক্রোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন; প্রকৃত ভীমকে বিনাশ করেন নাই। আমি আপনারে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বোধ করিয়া অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। আপনি ভুজযুগল দ্বারা পরিগ্রহ করিলে কোন্ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে। কৃতান্তের সন্নিহিত হইলে যেমন কেহ জীবিত সত্বে বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই জীবিত লাভে সমর্থ হয় না। আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুর্য্যোধননির্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আপনার মন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাব শূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুত ভীমকে সংহার করা আপনার শ্রেয় নহে। দেখুন, আপনার পুত্রগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না। নচেৎ আমরা পূর্ব্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষ রূপে অনুধ্যান করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্রপ্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া

সম্পাদন করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, নরনাথ! আপনি সমস্ত কার্য্যাকার্য্য বিবেচনায় সমর্থ ও বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্রকাশ করিতেছেন? তৎকালে আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয় আমরা সকলে আপনারে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; সুতরাং তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! আমরা ঐ রূপে বারংবার আপনারে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি সে সময় আমাদিগের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন; কোন ক্রমেই তদনুরূপ কার্য্য করিলেন না। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি মহীপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি মঙ্গল লাভে সমর্থ হন। আর যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারে নিশ্চয়ই দুর্নীতি নিবন্ধন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ভীমের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাহারে বিনাশ করিয়া বৈর নির্য্যাতন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধনও উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন।

হে জনমেজয়! দেবকীপুত্র বাসুদেব এই রূপ কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎসমুদায়ই সত্য; কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমারে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে সে আমার ভুজপঞ্জরে নিপতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে; অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার তনয়গণ ও অন্যান্য ভূপতি সমুদায় নিহত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজদুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বভূতভাববেত্তা সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর বিমল জলে অবগাহন পূর্ব্বক মনোমারুত বেগে অচিরাৎ পুত্রবধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে শান্ত করিবার মানসে কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতি পূর্ব্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতিগণের সহিত

সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, মাত! আমি শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাহারে কহিয়াছিলে, বৎস! যে খানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমা গুণ ছিল, আজি তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ। এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যে খানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সম্বরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর উহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেরও কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক, তাহারে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বলিত করিতেছে। সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণ রক্ষার্থ সাধু জনসমুদ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীর পুরুষের উচিত কার্য্য?

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীত চিত্তে তাঁহারে অনুনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, মাত! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয় প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধে তাহারে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমারে বিনাশ করিলেই রাজ্য গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষত তাহারে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরা ভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্তই আমি ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীরে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহারে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি

সেই নিমিত্তই ঐ রূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষ শূন্য হইয়াছি।

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভীম! তুমি বৈর নির্য্যাতন মানসে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত, ক্রূর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তখন ভীমসেন কহিলেন, আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরেরও রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষত ভ্রাতা আত্মার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু বস্তুত আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই; কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় মহাবীর কর্ণ সম্যক্ অবগত ছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনার আত্মজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে আমারে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত; এই নিমিত্তই আমি ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমারে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?

তখন গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিরেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।

হে মহারাজ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে গান্ধাররাজতনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতিনৃশংস এবং আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমারে অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদ্গণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র

প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বীরপ্রসূতি জননী কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহু দিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত কলেবর দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে বারংবার করস্পর্শ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীরে ভূতলে নিপতিত ও অনর্গল নির্গলিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বিস্তর অনুতাপ করিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! এক্ষণে অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথায় গেল! তাহারা বহু দিনের পর এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে না! আমি যখন পুত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? তখন বিশাললোচনা কুন্তী যাজ্ঞসেনীরে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যশস্বিনী গান্ধাররাজতনয়া স্বীয় পুত্রবধূর সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীরে কহিলেন, বৎসে! তুমি আর দুঃখ প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় কালকৃত ও অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে মহামতি বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশে আগমন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল। এক্ষণে এই দুর্নিবার হত্যাকাণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব এ সময় আর শোক প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা অবিধেয়। আর দেখ, তুমি যে রূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে কে আমাদিগকে আশ্বাসিত করিবে? বস্তুত আমারই দোষে এই কুলক্ষয় হইল।

জলপ্রদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীরে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই স্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থান ভগ্ন রথ, অস্থি, কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের রুধিরোক্ষিত মৃত দেহে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নরনারীগণ ঐ স্থানে ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে ইতস্তত ধাবমান হইতেছিল। দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন

করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাসুদেব ও বন্ধুবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরব মহিলাগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামভূমিতে গমন করিলেন। অনাথা কৌরববণিতাগণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। গোমায়ু, বল, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ এই রূপে সেই শ্মশানসদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে স্খলিতদেহ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রম বশত বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরবকামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দুঃখার্ত্ত নারীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকলোচন মধুসূদনকে সম্বোধন পূর্ব্বক করুণ বচনে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলোলিত কেশে কুররীযূথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত দেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, সমরাঙ্গন পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীন বীরপত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, মাল্য, শক্তি, পরিঘ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, শর ও শরাসন সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে। হে মধুসূদন! সমরভূমির এই রূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। কৌরব ও পাঞ্চালগণ নিহত হওয়াতে বোধ হইতেছে, এককালে পঞ্চ ভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, সুপর্ণ ও গৃধ্রগণ শোণিতসিক্ত সহস্র সহস্র বীরকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর বিনাশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়! হায়! আজি ঐ সকল দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প বীরগণ নিহত ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে সুকোমল নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা নিহত হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ান রহিয়াছেন। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজি তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ অশুভ ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছেন। গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ এক্ষণে উহাঁদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জম্বুকগণ বারংবার ভীষণ চীৎকার করত উহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী নিহত বীরগণ নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণ পূর্ব্বক জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্র মাল্য সমলঙ্কৃত ঋষভতুল্য অসংখ্য বীর নিশাচরগণ কর্ত্তৃক ধরাতলে বিঘট্টিত হইতেছেন। পরি-

ঘধারী সহস্র সহস্র মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক বীর পুরুষের সুবর্ণময় বিচিত্র হার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালেরা ভীত হইয়া নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা যাহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কৌরব কামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে দুঃখিত মনে ইতস্তত গমন করিতেছে। উহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহারা ভীষণ রোদনকোলাহল প্রভাবে পরস্পরের অপরিস্ফুট বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃত দেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তূপাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন বাহু, উরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিত মনে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রদিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংসশোণিত সঞ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্ব্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধূগণ যে এক্ষণে এই রূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! যখন আমারে পুত্র পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্ব্ব জন্মে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। অন্ধরাজমহিষী এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করত রুধিরাক্ত কলেবর রণশয্যায় শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্য্যোধনের হারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া সমীপবর্ত্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, কেশব! এই জ্ঞাতিবিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমারে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মাধব! পূর্ব্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিল, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। যাহা হউক, ঐ বীর যখন বীর জনোচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখন উহার সুদুর্লভ স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আহা! পূর্ব্বে রমণীগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশিবজনক শিবাগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আমোদ করিতেছে। পণ্ডিতগণ যাহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্র সকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অবলাগণ যাহারে উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, আজি পক্ষিগণ তাহারে পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদা প্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। যে বীর সমরাঙ্গনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাধনুর্দ্ধরকে স্বীয় দুর্নীতি নিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন মহামতি বিদুর, অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে এই পৃথিবীরে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী, হস্তী, গো ও অশ্বে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহারে অন্যের হস্তগত ও শূন্যপ্রায় দেখিতে হইল; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে অবলাগণকে মৃত বীর পুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যাহার পর নাই কষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশা বিপুলনিতম্বা স্বর্ণবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। ঐ বরবর্ণিনী পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত, হায়! আজি পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না! ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের দেহ পরিমার্জ্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতি ও পুত্রের মুখপদ্ম পরিমার্জ্জিত করিতেছে। হে বাসুদেব! যদি বেদ ও শাস্ত্র সমুদায় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মাধব! এই যে আমার শতসংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীমসেন প্রায়ই গদাঘাতে উহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে যে আমার হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলোলিত কেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে,

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্লেশকর। পূর্ব্বে যাহারা অলঙ্কৃত পদে প্রাসাদোপরি বিচরণ করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রুধিরার্দ্র ভূমিতে মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী দুর্য্যোধনমহিষী ঘোরতর জনক্ষয় সন্দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজপুত্রীরে অবলোকন করিয়া আর আমার মন স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, কামিনীগণ কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত নিরীক্ষণ করিয়া উহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির কামিনীগণ অতি ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজবাজিগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় স্বামীর কুণ্ডলযুক্ত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ এবং আমি পর্ব্ব জন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম; সেই নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইল। ফলভোগ ব্যতীত পাপ পুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, নব যৌবন সম্পন্না লজ্জাশীলা অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের ন্যায় শব্দ করিতেছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উহাদের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজি আমার মত্ত মাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল! ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শত চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণ সকল ভূতলে নিপতিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন উহারে নিপাতিত করিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গের রুধির পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসন ও সূতপুত্র কর্ণের প্রিয় চিকীর্ষায় সভামধ্যে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, পাঞ্চালি! তুমি আজি দাসভার্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। আমি ঐ সময় দুর্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু অবগত হইয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি মাতুল শকুনিরে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভীমসেন তোমার বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত কুঞ্জরের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না। হে মাধব! তৎকালে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়াও সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নির্ম্মূল হইল। ঐ দেখ, দুঃশাসন সুদীর্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উহারে সংহার পূর্ব্বক উহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, বিজ্ঞ জনসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীল নীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযূথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহু কষ্টে

উহার চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রযুক্ত পাণিতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত আমিষগৃধ্নু গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক মহাবীর বিকর্ণ চির কাল পরম সুখে কালহরণ করিয়াছে, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল! এক্ষণে কর্ণি, নালীক ও নারাচ দ্বারা উহার মর্ম্মভেদ হইয়াছে, তথাপি শ্রী উহারে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ, অরাতিহন্তা দুর্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উহার বদনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করাতে উহা সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হায়! যে বীরের মুখশ্রী অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহারে রজোরাশি গ্রাস করিতে দেখিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব! পূর্ব্বে সংগ্রাম সময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে নাই, যে বীর অমরগণকেও জয় করিতে সমর্থ ছিল, সেই বীর কি রূপে শত্রুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্র মাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। শোকাকুল যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে, আমি কামিনীগণের ক্রন্দনকোলাহল ও শ্বাপদদিগের গর্জ্জন শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবরে বীর জনোচিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। গৃধ্রগণ উহারে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধুর হাস্যসমন্বিত সুন্দর বদন সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপ্সরারা যেমন গন্ধর্ব্বের সহিত বিহার করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত। বীরসেনানিপাতন, মহাবীর দুঃসহকে পূর্ব্বে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার শরীর অরাতিগণের শরনিকরে সমাচিত হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও সুবর্ণময় হার দ্বারা অগ্নিময় ধবল গিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মধুসূদন! যাহার বলবীর্য্য তোমার ও অর্জ্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আমার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছে। অর্জ্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটনন্দিনী ভর্ত্তা অভিমন্যুরে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জ্জিত করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ লোকললামভূতা ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত পুণ্ডরীক সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আঘ্রাণ পূর্ব্বক সলজ্জ ভাবে ইহারে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করত তোমারে কহিতেছে, হে পদ্মপলাশলোচন! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুদীর্ঘ; ইহাঁর রূপও তোমার ন্যায় মনোহর; এই বীর বলবীর্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে,

মহাবাহো! তুমি পূর্ব্বে অতি সুকুমার ও রাঙ্কবচর্ম্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না। তুমি জ্যাঘাতকঠিন অঙ্গদ সমলঙ্কৃত করিশুণ্ড সদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ান থাকাতে বোধ হইতেছে যেন বারংবার ব্যায়াম সাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি আমারে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমিকি নিমিত্ত আমার সহিত আলাপ করিতেছ না। নাথ! আমি ত তোমার নিকট কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই। হে আর্য্যপুত্র! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাথারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! হে মধুসূদন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর মুখমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উহারে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর্য্যপুত্র! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয়; মহারথগণ রণমধ্যে তোমারে কি রূপে সংহার করিল! যাহারা তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামারে ধিক। হায়! ঐ মহারথগণ যখন তোমারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল। হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধু বান্ধব সম্পন্ন হইয়াও অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কি রূপে নিহত হইলে! তোমার পিতা অর্জ্জুন তোমারে বহুসংখ্য বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কি রূপে জীবিত আছেন। হে কমললোচন! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোন ক্রমেই প্রীতিকর হইতেছে না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রবিজিতলোকে গমন করিব; তোমারে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; সেই নিমিত্তই এই মন্দভাগিনী তোমারে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে জীবিতনাথ! তুমি পরলোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহারে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিবে। আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুর বাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই অপ্সরাদিগের মন মোহিত হইবে। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য সকল স্মরণ করিও। তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে দেহ বিসর্জ্জন করিলে!

হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটদুহিতারে দুঃখিত মনে এই রূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া উহারে আকর্ষণ করিতেছে। উহারা বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ দ্রোণশরসংচ্ছিন্ন রুধিরলিপ্তকলেবর সমরাঙ্গনে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। এক্ষণে বিরাটকুলরমণীগণ বিরাটের মৃত দেহ বিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রান্তি নিবন্ধন একান্ত বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর,

সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছে।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, জ্বলিতানল সন্নিভ অমর্ষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রভাবে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শোণিতলিপ্তগাত্রে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্ত মাতঙ্গনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত শার্দ্দূলের ন্যায় অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে। রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোলিত কেশে উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণবনিতা বসুধাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করত কহিতেছে, হা নাথ! এত দিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল। পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দ্দয় ধনঞ্জয় সেই অবস্থায় তোমার মস্তক ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া অল্পাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। কর্ণবনিতা এই বলিয়া এক বার ধরাশায়ী হইতেছেন এবং পুনরায় সমুত্থিত ও পতিপুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আঘ্রাণ করিতেছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। শৃগাল, কঙ্ক ও ক্রব্যাদগণ উহাঁরে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান মহাবীরের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাধনুর্দ্ধর বাহ্লীক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া উহাঁরে নিপাতিত করিয়াছে। অশুভসূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার করিতে করিতে উহাঁরে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুরাজের পত্নীগণ উহাঁর সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাম্বোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীরে গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উহাঁরে বিনষ্ট করিত। তৎকালে উহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য নিবারণার্থ সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উহাঁরে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, সেই দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ,

ও আপনারে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিতেছে। হায়! আজি আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল! ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে! হা কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোকভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। মহাবীর সিন্ধুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বীরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাক সকল পদ্মপলাশলোচন মদ্রাধিপতির পূর্ণ চন্দ্র সন্নিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরাজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতাঙ্গ ভূতলশায়ী মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতবাসী প্রবল প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ উহাঁরে ভক্ষণ করিতেছে। উহাঁর কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার প্রভাপ্রভাবে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উহাঁরও তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণ সংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উহাঁর সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রাম কালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ ছিলেন। ঐ বীররসপরায়ণ মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয়নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবণশায়ী ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন তিন শর দ্বারা উহাঁর অতি উৎকৃষ্ট উপধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক; ঐ বীর মর্ত্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অমরের ন্যায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীমধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্ষয়োন্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত হইলেন। হে মাধব! দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরবকুল আর কাহারে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে?

ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের ন্যায়

উহারা ইতস্ত
করিতে
দেখ,
পতিরে
তেছে এবং
শরজাল
বার মূর্চ্ছি
পরিশ্রমে উ
গিয়াছে। ঐ
ধারী অঙ্গদ
গণ নিহত
য়াছে। উহা
দ্রোণের বাণ
নিহত হইয়া
কেকয় দেশী
ও সমরশয্যা
কের ন্যায়
তপ্ত কাঞ্চন
ও মাল্যের
হইয়াছে।
অরণ্যমধ্যে
ন্যায় দ্রোণ
শয়ান রহিয়া
আতপত্র শ
শোভা পাই
বধূ ও ভার্য্যা
দগ্ধ করিয়া
তেছে।

ঐ দেখ
ধৃষ্টকেতু অ
দ্রোণশরে
রহিয়াছেন
ভিন্ন করিয়া
উপস্থিত
পূর্ব্বক অন
করিতেছে

তর্ব্বিধ শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, হার প্রসাদে মহাবীর অর্জ্জুন এই দুষ্কর ধন করিয়াছে, যাঁহারে অগ্রসর কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত রিত এবং যিনি সমরমধ্যে হুতা- ন্যায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে করিতেন, আজি সেই মহাবীর ইয়া প্রশান্তশিখ পাবকের ন্যায় লীন রহিয়াছেন। উহাঁর বাম- হস্তাবাপ বিশীর্ণ হয় নাই। উনি য়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে- চারি বেদ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র র ন্যায় ঐ বীরকে পরিত্যাগ করে য়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণ- গণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ রিসেবিত হইত, আজি গোমায়ু- াদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ চারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি আলোলিত কেশে অধোবদনে হত অস্ত্রবিদগ্রগণ্য স্বীয় পতির বস্থান পূর্ব্বক বিলাপ ও উহাঁর র নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। জটাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, াক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র দ্বারা র চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। গণ অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যথা- চিতা প্রজ্বলিত ও তদুপরি আচা- নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সাম গান । অনেকে শোকে অভিভূত ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ ান করত দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টি ন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীরে অগ্র- চিতার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ভাগী- মুখে গমন করিতেছে।

ত্রিংশতিতম অধ্যায়।

ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণ- স্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বিহগগণ উহাঁরে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভৎর্সনা করিতেছেন। ভূরি- শ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখি হইয়া ভর্ত্তা সোমদত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে, মহা- রাজ! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না। আজি ভাগ্যক্রমে তোমারে যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত নিরী- ক্ষণ করিতে হইল না। আজি ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের ন্যায় পুত্রবধূ- গণের বিলাপ তোমার শ্রুতিগোচর হই- তেছে না। হায়! তোমার পুত্রব পতিপুত্র বিহীন হইয়া একমাত্র বসন পূর্ব্বক আলোলিত কেশে ইতস্তত ধা হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহি শ্বাপদগণ উহাদিগকে ভক্ষণ করি তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধ য়াছে। আজি ভাগ্যক্রমে তোমা দের বৈধব্য অবলোকন করিতে হই হায়! বৎস যূপকেতুর কাঞ্চন রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে। সদন! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় উহাঁরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বি পরিতাপ করিতেছে। উহারা ভ একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে রই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদ অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান বিশেষত সোমদত্ততনয় প্রায়োপ সাত্যকি তাহার প্রাণ সংহার করি অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লি সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা জনে এক ব্যক্তির প্রা

এই
হত-
ন এবং
বর প্রতি
নার্দ্দন!
রস্পরের
তৎকালে

করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরিশ্রবার প্রিয়ম হিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীনবচনে কহিতেছে, হা! যাহা আমাদিগের রসনা আকর্ষণ, কঠিন স্তনযুগল বিমর্দ্দন, নীবি বিশ্রংসন এবং নাভি, ঊরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা শত্রুগণের বধ সাধন, মিত্রগণকে অভয় প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে। আর্য্যপুত্র! তুমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত ছেদন করিয়াছেন! মধুসূদন সভামধ্যে কি রূপে অর্জ্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন স্বয়ং অর্জ্জুনই বা কি রূপে আত্ম- সমর্থ হইবেন! হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার মহিষী তোমারে এই রূপে ভৎর্সনা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং সপত্নীরা আপনাদিগের পুত্রবধূর হার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করি-

দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার- কুনি ভাগিনেয় সহদেব কর্ত্তৃক ইয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যা- মদণ্ডমণ্ডিত ব্যজন দ্বারা বীজন দ্য বিহঙ্গেরা সেই বীরকে পক্ষ- বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহ- তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাহার সেই াৎ করিয়াছে। যে শঠতাচরণ বিস্তার পূর্ব্বক সভামধ্যে ধর্ম্ম- ষ্ঠরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহ- ই জীবন হরণ করিয়াছে। ঐ মার পুত্রগণের বিনাশ সাধনের ঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ার পুত্রগণের ও স্বপক্ষীয় সমুদায়ের প্রাণনাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণে সহিত এই বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছি এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণে- নিহত হইয়া দিব্য লোক লাভ করি হে মধুসূদন! আমার পুত্রেরা অশি স্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল, ঐ বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্প- রোধ উৎপাদন করিয়া দিবে।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ কাম্বোজরাজ নিহত হইয়া ধ- শয়ান রহিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে দেশীয় মহার্হ আস্তরণমণ্ডিত শয্যা করিতেন। ঐ দেখ, উহঁার বনিতা মের চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় শে দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিলা কহিতেছে, হা নাথ! তোমার এ অঙ্গুলিসমন্বিত বাহুদ্বয় পরিঘ তুল্য পূর্ব্বে যখন আমি তোমার এই ন মধ্যে অবস্থান করিতাম, ত আমারে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ না। এক্ষণে তোমার অভাবে আ গতি হইবে! কাম্বোজরাজমহি বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুর স্বরে করত বিকম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, রাজের উভয় পার্শ্বে সমবস্থিত ক দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপি- শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, হে রমণীগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধরা- সেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করি দন করিতেছে। ঐ বিশালনে সম্পন্না রমণীগণের শ্রুতিসুখকর ও নাদে আমার অন্তঃকরণ বিদী- স্টোমপাতী কামিনীগণ পার্থনি ীরাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের ন্যায়

শল্য ধর্ম্মরাজ ভূতলে নিপ সাক্ষাৎ মাত্র সর্ব্বদা তোমা উনি কর্ণের র গণের জয়লা হ্রাস করিয়াছি সকল পদ্মপলা চন্দ্র সন্নিভ বদ জিহ্বা ভক্ষণ ক কুলকামিনীগণ র্দ্দিকে উপবিষ্ট ক তাঙ্গ ভূতলশায়ী করিয়া রোদন ক বাসী প্রবল প্রতা রণ করিয়া ভূতলে শ্বাপদগণ উহঁারে কেশকলাপ শিরঃ প্রভাবে কেমন সু রাজের সহিত দে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া উহঁারও তদ্রূপ ঘোর

উহারা শোকাকুলিত চিত্তে আভরণ সকল ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশলরাজপুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতিরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে এবং ব্যাকুল মনে উহাঁর হৃদয়গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। আতপতাপ ও পরিশ্রমে উহাদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণ মাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আত্মজগণ নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। উহারা পাবক তুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয় দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উহাঁদের তপ্ত কাঞ্চননির্ম্মিত বর্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাঙ্গন দেদীপ্যমান হইয়াছে। ঐ দেখ, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অরণ্যমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। উহাঁর সুনির্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ ও ভার্য্যারা দুঃখিত মনে উহাঁর মৃত দেহ দগ্ধ করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গেরা উহাঁর কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। উহাঁর ভার্য্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া উহাঁরে অঙ্কে আরোপণ পূর্ব্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উহাঁর চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত আত্মজগণ শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি স্বীয় পিতারে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণও ধৃষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, কাঞ্চনাঙ্গদ সমলঙ্কৃত কাঞ্চন বর্ম্মধারী বিমল মাল্যসুশোভিত বৃষভলোচন অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালে বায়ুবেগবিপাটিত কুসুমপরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! আজি তাঁহারাই নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে বাসুদেব! তুমি যখন শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর আমারে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোষানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হে মহারাজ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে

তুমি [illegible] তাদের উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

তখন মহামতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহারে কহিলেন, দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগকে বিনাশ করে, এমন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহু দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেব দানবগণের বধ্য নহে; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন। বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণবিষয়ে এককালে হতাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীরে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃত কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ ক্ষালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গতানুশোচন দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বিশেষত ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে; বৈশ্যা, পুত্র হইলে পশু পালন করিবে; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী, শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে; গাভী, বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং তোমার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে গান্ধারী উহা নিতান্ত অপ্রিয় বোধে শোকাকুলিত চিত্তে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ শোক সম্বরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হেপাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে যে সমুদায় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলি নিহত হইয়াছে, আর কতগুলিই বা জীবিত আছে; যদি তুমি উহা অবগত থাক, তাহা হইলে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! এই

যুদ্ধে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্ব্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষসত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে যাহারা হৃষ্টচিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রলোকে, যাহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে নিহত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যকলোকে, যাহারা সমর পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাহারা সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞান প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! পূর্ব্বে আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই মনযোগে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এই রণে যে সমুদায় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধুবান্ধব শূন্য ও যাহাদের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত বিধি পূর্ব্বক দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরাই বা কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইলে তাহারা ত সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে?

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর। ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়। ধর্ম্মরাজ এই রূপ আদেশ করিলে সুশর্ম্ম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরু, চন্দন, কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌম বস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বিবিধ প্রহরণ আহরণ পূর্ব্বক পরম যত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে ঘৃতধারা সমাহুত হুতাশনে মহারাজ দুর্য্যোধন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনতনয়, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শতসহস্র নরপতির মৃত দেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সাম বেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সাম ও ঋক্‌বেদ ধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে সমুদায় প্রাণিগণ মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে গ্রহ সমুদায় মেঘে পরিবৃত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি নানা দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক

অনাথ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যতোয়া প্রসন্নসলিলা ভগবতী ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরীয় সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিত মনে গলদশ্রু নয়নে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণপথ সাতিশয় সুশোভিত হইল। ভাগীরথীর তীর এক কালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসব শূন্য হইয়া উঠিল।

ঐ সময় আর্য্যা কুন্তী শোকাকুলিত চিত্তে গলদশ্রু নয়নে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, পুত্রগণ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে; যাহারে তোমরা রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে; যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিরাজিত হইত; যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল; যে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায়কে পরিচালিত করিত; এই পৃথিবীতে যাহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই; যে জীবন প্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত; সেই সত্যসন্ধ সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজ কবচকুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ বাহুই পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীরে কহিলেন, আপনার যে সমুদ্র সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ আবর্ত্ত স্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহ স্বরূপ এবং রথ হ্রদ স্বরূপ ছিল; ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? যাঁহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহারে বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কি রূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা যেমন অর্জ্জুনের ভুজবল অবলম্বন করিয়া আছি, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপালগণের সৈন্য সমুদায়ের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি সেই অদ্ভুতবিক্রম মহাবীরকে কি রূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশ নিবন্ধন বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হইয়া যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের বিনাশে তদপেক্ষা শত গুণ পরিতাপিত হইলাম। এক্ষণে কর্ণবিরহ হুতাশনের ন্যায় আমা